# নবী মুহাম্মদ সা. এর আগমনের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, দা‘ওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল

[ বাংলা – Bengali – بنغالي ]

ড. মো: আবদুল কাদের

**সম্পাদনা :** ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2012 - 1433

IslamHouse.com

# محمد صلى الله عليه وسلم: خلفية بعثته، وحكمة إرساله، وطرق دعوته

« باللغة البنغالية »

د/ محمد عبد القادر

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2012 - 1433

IslamHouse.com

# মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আগমনের উদ্দেশ্য এবং দা‘ওয়াত পদ্ধতি ও কৌশল

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ তা‘আলা সত্য দীন সহকারে মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের পথ নির্দেশক হিসেবে সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক রূপে পাঠিয়েছেন। নবুওয়ত প্রাপ্তির পর থেকে নয় বরং জন্মলগ্ন থেকেই তিনি ছিলেন আদর্শের মূর্ত প্রতীক। বাল্যকাল থেকেই আল্লাহ তাকে তাঁর দীনের জন্য প্রস্তুত করে নেন। চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তায় তিনি ছিলেন এক অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী আদর্শবান বালক। আল্লাহ প্রথম থেকেই তাঁকে মহান দা‘ওয়াতের জন্য উত্তম চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষন দিয়েছেন। অতএব, তাঁর দা‘ওয়াত ছিল হিকমত ও কৌশলপূর্ণ।

## সমকালীন আরবের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা

ইসলাম আল্লাহ তা‘আলার একমাত্র মনোনীত দীন। এটি এক আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বিক বিষয়ে তাঁর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। যুগে যুগে প্রেরিত সকল নবী-রাসূল এ দীনের

3

[illegible][1] [illegible], [illegible] [illegible]‘[illegible] [illegible]

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ١٩ [ال عمران: ١٩]

‘‘[illegible], [illegible]’’[2] [illegible], [illegible]-[illegible]

[1] [illegible]-[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible] : [illegible]; [illegible]-[illegible] : [illegible], [illegible]; [illegible] : [illegible] ; [illegible] : [illegible]-[illegible], [illegible] : [illegible]

[2] [illegible]-[illegible], [illegible]-[illegible] : [illegible]

বিভিন্ন রকমের জাহেলী কুসংস্কারে এটি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এসময়ে বিভিন্ন ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের অনুসারীদের মধ্য হতে বিকৃত, পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হয়ে ইয়াহূদী, খৃস্টান, অগ্নিপুজক প্রভৃতি জাতি ও গোষ্ঠীর সূচনা হয়। এগুলো বিশেষত: আরব, রোম, পারস্য, হিন্দুস্থান ও চীনদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।[3] এ ধরনের অধঃপতনের অন্যতম কারণ ছিল ঈসা আলাইহিস সালাম-এর পৃথিবী থেকে উত্থিত হয়ে যাওয়ার পর থেকে ৫৭০ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন নবী-রাসূলের আবির্ভাব না হওয়া।[4] ঐতিহাসিকগণ সে সময়কে আইয়্যামে জাহেলিয়্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন।[5] আইয়্যাম অর্থ যুগ। আর জাহেলিয়্যা

---

[3] ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, মানহাজুদ দা'ওয়াহ ওয়াদ দু'আত ফিল কুরআনিল কারীম, (অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯৮), পৃ. ৮৭৬।

[4] তাহের সূরাটী, প্রাগুক্ত, ৫১৫।

[5] ড. ওসমান গনী, মহানবী, (কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৬), পৃ. ১০৯; মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, মোস্তফা চরিত, (কলিকাতা: রনি এন্টারপ্রাইজ, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ১৪৯; ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন চরিত, অনু: মাওলানা আব্দুল আউয়াল, (ঢাকা: ইসলামিক ফাইন্ডেশন, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ৮১; P.K Hitti, *History of the Arabs*, (London: Macmillan Education Ltd, 1986), p. 3.

5

অর্থ মূর্খতা , অজ্ঞতা ও সভ্যতা বিবর্জিত। ব্যাপক অর্থে কুসংস্কার , বর্বরতা , ধর্মহীনতা।[6] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আবির্ভাব কিংবা হিজরতের পূর্বে এক শতাব্দী পর্যন্ত আরব অধিবাসীদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ড ওহী সমর্থিত ছিল না বিধায় ঐ সময়টাকে আইয়ামে জাহেলিয়্যাহ বলা হয়।[7]

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আবির্ভাবের সময় তৎকালীন আরবের লোকেরা ধর্মীয় দিক থেকে সবচেয়ে খারাপ ও নিকৃষ্ট অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল। এসময় তাদের ধর্ম বিশ্বাসে শির্ক , মুর্তিপূজা , গ্রহ -নক্ষত্র , দেব -দেবী , পাহাড় -পর্বত , পশু -পক্ষী , পাথর, ইত্যাদির উপাসনা বিরাজমান ছিল। এভাবে মানুষ এক আল্লাহর স্থলে বহু প্রভূর উপাসনার

---

[6] ড. ইবরাহীম মাদকুর , *□□-□□’□□□□□□ □□□□,* (দেওবন্দ : ইউপি, তা.বি ) পৃ . ১৪৪ ; মনির আল-বা ’লাবাক্কি , *□□-□□□□□□□,* (বৈরুত : দারুল ইলম্ লিল মালাঈন , ১৯৭৬ খৃ .), পৃ . ২৪৮ ; Thomas Patrick, Dictionary of Islam , (India: Cosmo Publication, 1986), opcit, p. 224.; আল-কুরআনে জাহেলিয়্যাহ শব্দটি চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন , ৩:১৫৪ ; ৫:৫০ ; ৩৩: ৩৩ ; ৪৮: ২৬।

[7] P.K Hitti, *History of the Arabs*, (London : Macmillan Education Ltd, 1986), p. 87 .

6

[illegible]

## [illegible]

[illegible][8] [illegible]

﴿ وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّن خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٦١ ﴾ [العنكبوت: ٦١]

[illegible][9]

---

[8] [illegible]

[9] [illegible]

এছাড়াও তারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ তা ‘আলাই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যমীনকে জীবিত করেন, এবং মৃতকে জীবিত করেন, তদুপরি তারা শরিক স্থাপন হতে বিরত থাকত না।[10]

মোটকথা: তারা আল্লাহর রুবুবিয়তে বিশ্বাস পোষণ করত কিন্তু সেক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন উপাস্যের ধারণা করত, যেগুলোকে তাদের উপকারী, ক্ষতিসাধনকারী, অস্তিত্বদানকারী ও ধ্বংসকারী বলে মনে করত।[11] এগুলোর ইবাদতে তাঁরা নিয়োজিত হত এ প্রত্যাশায় যে, এগুলো আল্লাহর নৈকট্য লাভে তাদের জন্য

---

[10] পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে
﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ مِنۢ بَعۡدِ مَوۡتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ٦٣﴾ [العنكبوت: ٦٣]
কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে
﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ إِذَا هُمۡ يُشۡرِكُونَ ٦٥﴾ [العنكبوت: ٦٥]
অন্যত্র আরও বলা হয়েছে
﴿قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١﴾ [يونس: ٣١]
আল-কুরআন, সূরা আনকাবুত : ৬৩ ও ৬৫; সূরা ইউনুস : ৩১।

[11] আবুল হাসান আলী আন্ নদভী, *[illegible]*, (লখনৌ: মাজ’মা ইসলামী ‘ইলমী, তা.বি ), পৃ . ৩০।

8

সুপারিশকারী হবে। পবিত্র কুরআনে তাদের আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে এসেছে ,

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ ٣﴾ [الزمر: ٣]

‘‘যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে , আমরা তাদের ইবাদত এজন্যই করি , যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে। ’’[12]

তাছাড়া তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর রুবুবিয়াত তথা আল্লাহর সত্ত্বা , তার কর্মকাণ্ড ও গুণাগুণেও শির্ক করত। তাই তো দেখা যায় , আ মুশরিকরা ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করত। ‘‘জ্যোতিষির ’’[13] কথার উপর ছিল তাদের পূর্ণ আস্থা। [14] জ্যোতিষিরা কিছু জিন হাসিল করে তাদের মাধ্যমে বহু কল্পিত , মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করে জনসাধারণ হতে বহু অর্থ

---

[12] আল-কুরআন, সূরা আয্ -যুমার : ৩।

[13] জ্যেতিষী সেসব লোককে বলা হতো , যারা নক্ষত্রের গতি সম্পর্কে গবেষণা করতো এবং হিসাব -নিকাশ করে বিশ্বের ভবিষ্যত ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করতো। (মোল্লা আলী ক্বারী , *[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]*, ২য় খন্ড , (লক্ষ্ণৌ : তা.বি ), পৃ . ৩)।

[14] তাহের সূরাটী , *[illegible]*, পৃ . ৫১৩।

9

[illegible] [illegible] [illegible] [

তৈরী করত। মূর্তির সাথে তাদের এক ধরনের ভালবাসা জন্মে গিয়েছিল। বনু খোজা‘আ গোত্রের সরদার আমর ইবনে লোহাই নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম আরবদের মধ্যে মূর্তির প্রচলন করেছিলেন।[16] অবশ্য তার পূর্বেই নূহ আলাইহিস সালাম -এর সময়ে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার সূচনা হয়।[17] তাদের দেবতাদের

---

[16] সর্বপ্রথম ‘কাওমে নূহ’ মূর্তিপূজার প্রচলন করেছিল। তারা ওয়াদ, সুত্তয়া, ইয়াগুছ, ইয়া ‘উক ও নসর নামক মূর্তির পূজা করত। এ মর্মে কুরআনে এসেছে
﴿وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ٢٣﴾ [نوح: ٢٣]
‘‘তারা বলল, তোমরা ছাড়বে না তোমাদের উপাস্যদের এবং তোমরা ওয়াদ, সূওয়া, ইয়াগুছ, ইয়া ‘উক ও নসরের উপাসনা পরিত্যাগ করবে না।’’ আল-কুরআন, সূরা নূহ : ২৩।
ওয়াদ ছিল ‘কালব’ গোত্রের দেবতা, ‘সুওয়া’ ‘হুযাইল’ গোত্রের, ‘ইয়াগুছ’ ‘মায্যাহ’ গোত্রের, ‘ইয়া ‘উক’ ইয়ামেনের ‘হামদান’ গোত্রের এবং ‘নাসর’ মীনা অঞ্চলের ‘হামীর’ গোত্রের দেবতা ছিল। (ড. জামীল আব্দুল্লাহ আল-মিসরী, তারিখুদ দা‘ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ ফি জামানির রাসূল ওয়াল খোলাফায়ে রাশেদীন, (মদীনা মুনওয়ারা : মাকতাবাতুদ দার, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ৩১।

[17] এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ٢٠﴾ [النجم: ١٩، ٢٠]
‘‘তোমরা কি ভেবে দেখছো ‘লা’ত’ ও ‘ওয্যা’ সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি ‘মানাত’ সম্পর্কে?’’ আল-কুরআন, সূরা আন্ নাজম : ১৯-২০।
লাত: চারকোণ বিশিষ্ট একটি পাথরের মূর্তি, যার চতুর্পার্শে আরবরা তা’ওয়াফ করতো। এটি তায়েফে স্থাপন করা হয়েছিল। (আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপূরী, আর রাহীকুল মাখতুম, অনু: খাদিজা

11

[illegible] ‘[illegible]’ ‘[illegible]’ [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] [illegible] [illegible]

এবং এর দ্বারা আপন ঘরের সৌন্দর্য্য বর্ধন করত।[20] এছাড়াও পৌত্তলিকরা বিভিন্নভাবে উল্লেখিত মূর্তির উপাসনা করত। যেমন ,

ক. তারা মূর্তির সামনে নিবেদিত চিত্তে বসে থাকত এবং তাদের কাছে আশ্রয় পার্থনা করত। তাদেরকে জোরে জোরে ডাকত এবং প্রয়োজনপূরণ , মুশকিল আসান বা সমস্যার সমাধানের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করত।

খ. মূর্তিগুলোর উদ্দেশ্যে হজ্ব ও তওয়াফ করতো। তাদের সামনে অনুনয় বিনয় এবং সিজদায় উপনীত হতো।

গ. মূর্তির নামে নযর -নেওয়ায ও কুরবানী করত। এমর্মে কুরআনে এসেছে , ‘‘তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে সেসব জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। ’’[21]

ঘ. মূর্তির সন্তুষ্টি লাভের জন্য পানাহারের জিনিস , উৎপাদিত ফসল এবং চতুষ্পদ জন্তুর একাংশ মূর্তির জন্য তারা পৃথক করে রাখতো। পাশাপাশি আল্লাহর জন্যেও একটা অংশ রাখতো। পরে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহর জন্য রাখা অংশ মূর্তির কাছে পেশ করতো। কিন্তু

---

[20] সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী , *□□□□□□□□□□*, পৃ . ১১১।

[21] আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা : ৩।

13

> মূর্তির জন্য রাখা অংশ কোন অবস্থায়ই আল্লাহর কাছে পেশ করতো না।[22]

এছাড়াও তারা বিভিন্ন মূর্তির নামে পশু মানত করতো। সর্বপ্রথম মূর্তির নামে পশু ছেড়েছিলেন, ‘আমর ইবন লোহাই।[23] তারা যেসব আচার অনুষ্ঠান পালন করতো এজন্য যে মূর্তি তাদের আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম করে দেবে এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে।[24] তাদের এ আকীদা বিশ্বাসের সত্যায়ন করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, ‘‘ওরা আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করে তা তাদের ক্ষতিও করে না, উপকারও করে না। ওরা বলে এগুলো আল্লাহর

---

[22] আল্লাহ বলেন,
﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلۡحَرۡثِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ نَصِيبٗا فَقَالُواْ هَٰذَا
لِلَّهِ بِزَعۡمِهِمۡ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَاۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمۡ فَلَا يَصِلُ إِلَى
ٱللَّهِۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمۡۗ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ
١٣٦﴾ [الانعام: ١٣٦]
‘‘আল্লাহ যেসব শষ্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তারা আল্লাহর জন্যে একাংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা মতে বলে, এটা আল্লাহর জন্যে এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্যে। যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। কিন্তু যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়। তারা যা মীমাংসা করে তা বড়ই নিকৃষ্ট।’’ আল-কুরআন, সূরা আল-আন‘আম : ১৩৬।

[23] ইমাম বুখারী, *[illegible]*, পৃ. ৪৯৯।

[24] আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : ১৮।

14

[illegible][25]

[illegible]

[illegible]

[illegible][26]

[illegible]

[illegible]

[illegible

করতাম, মৃত জীব ভক্ষন করতাম, সর্বপ্রকার নির্লজ্জ কাজ করতাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করতাম এবং শক্তিশালী ও সবল লোকেরা দুর্বলকে শোষন করতাম।’’[27]

উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনায় তাদের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কা‘বাঘর তাওয়াফের সময় পুরুষেরা উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করতো এবং মহিলারা সব পোষাক খুলে ফেলে ছোট জামা পরিধান করে তাওয়াফ করতো। তাওয়াফের সময় তারা অশ্লিল কবিতা আবৃত্তি করতো। কবিতাটির অনুবাদ নিম্নরূপ :

‘‘লজ্জাস্থানের কিছুটা বা সবটুকু খুলে
যাবে আজ।
যেটুকু যাবে দেখা ভাবব না অবৈধ কাজ।’’[28]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবকালে সমগ্র পৃথিবীতে নারী জাতির অবস্থা ছিল অতি শোচনীয় ও মর্মান্তিক। আরব সমাজেও নারীর অবস্থা এর ব্যতিক্রম ছিল না। নারী তার দেহের রক্ত দিয়ে মানব বংশধারা অব্যাহত রাখলেও তার সেই অবদানের কোন স্বীকৃতি ছিল না। সে পিতা,

---

[27] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৩৬।

[28] আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপূরী, *□□□□□□□□□□*, পৃ. ৫৬।

16

[illegible]

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ ٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ٥٩ ﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩]

‘‘[illegible]?’’[29]

[29] [illegible] : [illegible]

তৎকালীন সময়ে অগণিত নিষ্পাপ শিশুর বিলাপ আরবের মরুবক্ষে মিশে আছে তার হিসেব কে দেবে ?

এ ধরনের কত যে ঘৃণ্য ও জঘন্য প্রথা তাদের মধ্যে বিরাজমান ছিল তার কোন হিসেব নেই। পবিত্র কুরআনে সে দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা ‘আলা বলেন, ‘‘যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ?’’[30]

বিবাহের সময় তাদের মাতামতের কোন গুরুত্বই ছিল না। একজন পুরুষ অসংখ্য নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারত।[31] একইভাবে

---

[30] পবিত্র কুরআনে এসেছে ,
﴿ وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ ٨ بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ ٩ ﴾ [التكوير: ٨، ٩]

আল-কুরআন, সূরা আত্ তাকভীর : ৮-৯।

[31] এ মর্মে হাদীসে এসেছে ,
قال ابن عميرة الأسدي، أسلمت وعندي ثمان نسوة قال فذكره ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اختر منهن أربعة»
‘‘ইবন উমায়রা আল-আসাদী (রা .) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার সময় আমার আটজন স্ত্রী ছিল। বিষয়টি আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জানালাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাদের মধ্য থেকে চারজনকে বেছে নাও। ’’ (আবু দাউদ, *[illegible]*, কিতাবুত তালাক , বাবু ফি মান আসলামা ওয়া ইনদাহু নিছায়ান আকছারা মিন আরবা ‘আও উখতানে, হাদীস নং - ২২৪১)।

18

[illegible][32]

[illegible][33]

---

[32] [illegible],
«إن الرجل كـــــــان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها و إن طلقها ثلاثاً»
''[illegible]''([illegible], [illegible], [illegible])

[33] [illegible]،
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ ١٩ ﴾ [النساء: ١٩] ،
قال عن ابن عباس كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق لامرأته إن شاء بعضهم بزوجها و إن شاءوا لم يزوجها و هم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك.
"[illegible] (ص.) [illegible]، ''[illegible]! [illegible]'' [illegible]: ص

[illegible][34]

[illegible]

---

[illegible] (пп.) [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ لَيۡسَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ لَيۡسَتِ ٱلۡيَهُودُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَهُمۡ يَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ مِثۡلَ قَوۡلِهِمۡۚ فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ ١١٣ [البقرة: ١١٣]

‘‘[illegible]

[illegible]''[35]

[illegible], [illegible] 'এ[illegible],

﴿ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا مِّن قَبْلِهِۦ فَهُم بِهِۦ مُسْتَمْسِكُونَ ٢١ بَلْ قَالُوٓا۟ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّهْتَدُونَ ٢٢ ﴾ [الزخرف: ٢١، ٢٢]

''[illegible], [illegible]? [illegible], [illegible]''[36]

[illegible] '[illegible]'[37] [illegible]-[illegible] [illegible] نعم ([illegible]) [illegible] لا([illegible]) [illegible]

---

[35] [illegible]-[illegible], [illegible]-[illegible] : [illegible]

[36] [illegible]-[illegible], [illegible] : [illegible]-[illegible]

[37] أزلام [illegible] زلم [illegible] '[illegible]' [illegible], [illegible]

[illegible][38]

[illegible][39] [illegible][40]

[illegible]

---

[38] [illegible], *[illegible]*, [illegible]

[39] ﴿وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا نَمُوتُ وَنَحۡيَا وَمَا يُهۡلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهۡرُۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ٢٤﴾ [الجاثية: ٢٤] [illegible]-[illegible], [illegible] : [illegible]

[40] ﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤۡمِنُوٓاْ إِذۡ جَآءَهُمُ ٱلۡهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرٗا رَّسُولٗا ٩٤﴾ [الاسراء: ٩٤] [illegible]-[illegible], [illegible] : [illegible]

আরবের লোকেরা ‘আরাফাত’ এর ময়দান , মুসলিম মিল্লাতের নেতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর প্রিয়তম স্ত্রী হাজেরা ও তার পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম -এর স্মৃতি বিজড়িত সাফা মারওয়া পর্বতদ্বয় , যমযমকুপ এবং পবিত্র কা‘বাগৃহ অবস্থিত হওয়ায় এ স্থানের জনগণ পূর্ব হতেই ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত ছিল। তবে দীর্ঘদিন এ অঞ্চলে নবী ও রাসূলের আগমন না হওয়ায় অধিকাংশের মধ্যে একেশ্বরবাদের পরিবর্তে বহু ইশ্বরের পূজা তথা শির্ক এবং নানা প্রকার কুসংস্কার প্রবেশ করে। সেখানে বসবাসরত ইয়াহূদী[41],

---

[41] বলা হয়ে থাকে যে , ইয়াকুব আলাইহিস সালাম -এর চতুর্থ পুত্র ইয়াহুদার নামে এ ধর্মের নামকরণ করা হয় ইয়াহূদী। এরা পুরোহিত ও পন্ডিতগণের ধ্যান -ধারণা ও ঝোক প্রবণতা অনুযায়ী আকীদা -বিশ্বাস পোষণ করতো এবং ধর্মীয় রীতিনীতির কাঠামো তৈরী করতো। তাদের অঘোষিত ধর্মীয় গ্রন্থের নাম হচ্ছে ‘তালমূদ ’। (মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী , *□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , খৃ . ১৯৯১), পৃ . ৫২-৫৩ ; সাইয়্যেদ আবুল হাসান আন নদভী , *□□□□□□□□□□*, পৃ . ৪০) সত্যিকার অর্থে মূসা আলাইহিস সালাম ছিলেন তাদের জন্য প্রেরিত রাসূল। তারা ছিল মারাত্মক কুচক্রী ও প্রতারক। তাদের চরিত্র ও নৈতিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে ,

۞ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤﴾ [التوبة: ٣٤]

24

[redacted][42] [redacted] [redacted][43] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

[46] [illegible], [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

﴿الٓمٓ ١ غُلِبَتِ ٱلـرُّومُ ٢ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّن بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ ٣﴾ [الروم: ١، ٣]

‘‘[illegible] [illegible] [illegible] [

فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا ١٠٣ ﴿
[ال عمران: ١٠٣]

‘তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু ছিলে, অতঃপর আমি তোমাদের অন্তরে বন্ধুত্বের ভাব সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম। ফলে তোমরা পরস্পরে ভাই-ভাই হয়ে গেলে।’’[51] তাদের মাঝে জাহেলী প্রতিশোধ স্পৃহা, ক্রোধ, গোত্রপ্রীতি চরমভাবে বিদ্যমান ছিল।

ইয়াহূদী ধর্মের অনুসারীদের ছিল আকাশ ছোঁয়া অহংকার। ইয়াহূদী পুরোহিতরা আল্লাহ তা‘আলাকে বাদ দিয়ে নিজেরাই প্রভু হয়ে বসেছিল। তারা মানুষের উপর নিজেদের ইচ্ছা জোর করে চাপিয়ে দিত। তারা মানুষের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যাণ-ধারণা এবং মুখের কথা নিজেদের মর্জির অধীন করে দিয়েছিল। ধর্ম নষ্ট করে হলেও তারা ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ পেতে চাইত। অপরদিকে খৃষ্ট ধর্ম ছিল এক উদ্ভট মূর্তিপূজার ধর্ম। তারা আল্লাহ তা‘আলা এবং মানুষকে বিস্ময়করভাবে একাকার করে দিয়েছিল। আরবের যে সব লোক এ ধর্মের অনুসারী ছিল, তাদের উপর এ ধর্মের প্রকৃত কোন প্রভাব ছিল না। কেননা দীনের শিক্ষার সাথে তাদের ব্যক্তি জীবনের কোন মিল ছিল

---

[51] আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান : ১০৩।

30

[illegible][52]

[52] [illegible], *[illegible]*, [illegible].

## মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আগমনের উদ্দেশ্য

মানুষ আশরাফুল মাখলূকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব ফেরেশ্তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে তিনি মানুষকে খলীফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।[53] যাতে মানবজাতি তাঁর প্রশংসা, গুণগান, নি ‘আমতরাজির কৃতজ্ঞতা ও ইবাদত-বন্দেগীতে রত থেকে জীবন অতিবাহিত করে। আর এ সকল কার্যাবলী কোন পন্থায় ও কি পদ্ধতিতে পালন করবে সে মর্মে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ হয়েছে। মানব জাতির আদি পূরুষ আদম আলাইহিস সালাম -কে সৃষ্টির মাধ্যমেই এ পৃথিবীতে মানুষের পদচারণা শুরু হয়। তিনি শুধুমাত্র একজন মানবই ছিলেন না বরং তাঁকে নবী হিসেবে এ দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে।[54]

---

[53] ﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٠﴾ [البقرة: ٣٠] -কুরআন, সূরাআল-বাকারা : ৩০।

[54] নবী হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে কুরআনুল কারীমে আদম আলাইহিস সালাম -এর উল্লেখ না থাকলেও পরোক্ষভাবে উল্লেখ আছে। যেমন : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحٗا وَءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمۡرَٰنَ ۞ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ٣٣﴾ [ال عمران: ٣٣] আল-কুরআন, সূরা আন নিসা : ৩৩ ; সূরা ত্বা-হা : ১২০-১২১। তবে রাসূলের

32

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible][56] [illegible][57] [illegible][58]

---

‘‘[illegible]’’ [illegible]: [illegible]

[56] ﴿إِنَّا أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۚ وَإِن مِّنۡ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٞ ٢٤﴾ [فاطر: ٢٤] ‘‘[illegible]’’ [illegible]: [illegible]

[57] [illegible], *[illegible]*, (د.ن: [illegible]، [illegible]. [illegible]).

[58] ﴿ٱللَّهُ يَصۡطَفِي مِنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلٗا وَمِنَ ٱلنَّاسِۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٞ ٧٥﴾ [الحج: ٧٥]

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও গুণাগুণ বর্ণনা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।[59] কিন্তু এ ইবাদত কোন পদ্ধতিতে কি রূপে করতে হবে তা সম্পর্কে মানুষ জ্ঞাত নয়। ফলে তিনি নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যথাযথভাবে তা সম্পন্ন করতে পারে। আর এটি হল সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

মানুষের দু'টি জীবন রয়েছে। একটি ইহলৌকিক অপরটি পরলৌকিক। এ উভয় জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা কিসের উপর নির্ভরশীল তা নির্ণয় করার জন্য এবং মানব জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিতে নবী-রাসূলগণের আগমন একান্ত অপরিহার্য ছিল।

## নবী-রাসূলগণের প্রেরণের উদ্দেশ্য

---

' ফেরেশ্তাদের মধ্য হতে মনোনীত করে বাণী বাহক এবং মানুষর মধ্য হতেও; আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সম্যকদ্রষ্টা।'' আল-কুরআন, সূরা হজ্জ : ৭৪।

[59] এ মর্মে তিনি বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦ ﴾ [الـذاريات: ٥٦]

''আমি মানুষ এবং জ্বিন জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।'' আল-কুরআন, সূরা আয্ যারিয়াত : ৫৬।

35

[illegible]

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡ﴾

[60] [illegible]

فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٍ ٢١٣ [البقرة: ٢١٣]

‘‘[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢ ﴾ [الجمعة: ٢]

‘‘[illegible] [illegible] [illegible] [

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبۡعَثَ فِيٓ أُمِّهَا
رَسُولٗا يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِنَاۚ وَمَا كُنَّا مُهۡلِكِي ٱلۡقُرَىٰٓ
إِلَّا وَأَهۡلُهَا ظَٰلِمُونَ ٥٩﴾ [القصص: ٥٩]

‘‘আপনার পালকর্তা জনপদ সমূহকে ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রাসূল প্রেরণ না করেন। যিনি তাদের কাছে আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন তার বাসিন্দারা জুলুম করে। ’’[64]

অতএব, আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর জ্ঞান মানুষের মাঝে প্রচার করার মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়কে মুক্তির অমীয় সূধা পানের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবির্ভুত হয়েছিলেন।

তিনি (মুহাম্মদ সা .) মানবজাতিকে আল্লাহর ভীতিপ্রদর্শন ও জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন, যাতে মানুষেরা অকল্যাণকর ও যাবতীয় অবৈধ পন্থা অবলম্বন থেকে দূরে থাকে।[65] মূলতঃ এ সুসংবাদ ও ভীতিপ্রদর্শক রূপেই আল্লাহ

---

[64] আল-কুরআন, সুরা আল-কাসাস : ৫৯।

[65] মহান আল্লাহ বলেন

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى
ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ٤٦﴾ [الاحزاب: ٤٥، ٤٦]

‘‘হে নবী! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে সুসংবাদতা ও ভীতিপ্রদর্শন রূপে এবং আল্লাহর নির্দেশ তার প্রতি আহবানকরী উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। ’’ আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব : ৪৫-৪৬।

41

[illegible]

رُّسُلًا مُّبَشِّـرِينَ وَمُنـذِرِينَ لِئَلَّا يَكُـونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُـلِۚ وَكَـانَ ٱللَّهُ عَزِيـزًا حَكِيمًـا ١٦٥ [النساء: ١٦٥]

[illegible]

[illegible]?[illegible]

[illegible]

[66] [illegible]

[67] ﴿ وَلَوۡ أَنَّآ أَهۡلَكۡنَٰهُم بِعَذَابٖ مِّن قَبۡلِهِۦ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوۡلَآ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولٗا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبۡلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخۡزَىٰ ١٣٤ ﴾ [طه: ١٣٤]

‘‘[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible][69]

[illegible]

---

[69] [illegible],
﴿ وَلَوۡلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوۡلَآ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولٗا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٤٧ ﴾ [القصص: ٤٧]

[illegible] : [illegible]

[70] [illegible],
﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَۚ ١٩ ﴾ [الانعام: ١٩]

[illegible], [illegible] : [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

﴿ الٓر ۚ كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ ﴾ [ابراهيم: ١]

‘‘আলিফ, লাম, রা। এটি একটি গ্রন্থ। যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি , যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন, পরাক্রান্ত ও প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে। ’’[72]

অতএব, সব মানুষকে অন্ধকার তথা তাগুতের পথ থেকে বের করে আলোর পথ তথা সরল সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়তের উচ্চ সোপানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর আদর্শ শুধু স্বীয় অনুসারীদের হেদায়েত লাভের মাধ্যমই ছিল না বরং তাঁর উম্মতের বিকীরিত হেদায়েত দ্বারা অন্যান্য উম্মতও অন্ধকার হতে আলোর পথের দিশা পেত। তাঁর সত্ত্বাগত আবির্ভাবের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন , ‘‘তিনিই উম্মীদের মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন , যে তাদের নিকট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবে। তাদেরকে পবিত্র করবে এবং শিক্ষা দিবে

---

[72] আল-কুরআন, সূরা ইবরাহিম : ১।

46

[illegible] ‘‘[illegible]’’[73] [illegible] [illegible] [illegible

‘‘যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজাতির জন্য।’’[75]

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উভয় পর্যায়ের পূর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন; আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে এ দু’পর্যায়ের পূর্ণ যোগ্যতা প্রদান করেছিলেন।[76]

সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে পরিচয় করে দিতে এবং স্রষ্টার ইবাদতের দিকে আহবান জানানো ছিল নবী-রাসূলদের অন্যতম কাজ। আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন না করে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন ‘‘আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলকে পাঠিয়েছি তাকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছি যে, নিশ্চয় আমি ব্যতীত তাদের কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।’’[77]

---

[75] আল-কুরআন, সূরা হজ্জ : ৭৮।

[76] শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, *□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

[77] ﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥ ﴾ [الانبياء: ٢٥] আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া : ২৫।

48

কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষ আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমূখ হয়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর, গাছ, সূর্য, চন্দ্র, তারকা প্রভৃতির ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহ তা 'আলা তাদেরকে তাঁর ইবাদতের দিকে ধাবিত করতে এবং তাগুতকে অস্বীকার করার আহবান বার্তা নিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করেন। সে কারণে কিছু লোক হেদায়েত প্রাপ্ত হল এবং কিছু সংখ্যক লোক গোমরাহীর পথে রয়ে গেল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান জানিয়েছেন এবং এর মাধ্যমেই তাদের একমাত্র সফলতা নিহিত রয়েছে, এ মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন।[78]

কোন জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য যে কাজটি সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করে তা হল, পারস্পারিক জুলুম-নির্যাতন। এর

---

[78] আল্লাহর বাণী

﴿ وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنۡهُم مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّلَٰلَةُۚ ٣٦ ﴾ [النحل: ٣٦]

"আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তারা আমার ইবাদত করবে এবং তাগুত থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যক হেদায়াত প্রাপ্ত হল এবং কিছু সংখ্যক গোমরাহ হয়ে পড়ল।" আল-কুরআন, সূরা আন-নহল : ৩৬।

49

[illegible]

﴿ لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ ٢٥ ﴾ [الحديد: ٢٥]

‘‘[illegible] (...), [illegible]’’[79]

[illegible]

[79] [illegible] : [illegible]
[80] [illegible] : [illegible]

ফলে মানুষের আত্মা আলো লাভ করেছে এবং শির্ক, কুফর ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। তাঁর আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ায় প্রচলিত ও প্রচারিত যাবতীয় মতাদর্শের অসারতা প্রমাণ করে দীনের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেয়া এবং দীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে মানুষের মাঝে তুলে ধরা। তাই তিনি হেদায়েত ও সত্য দীন সহকারে এ ধরাধামে আগমন করেছেন। এ মর্মে কুরআনে এসেছেঃ

﴿ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ٩ ﴾ [الصف: ٩]

‘‘তিনি সেই সত্তা (আল্লাহ), যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে অপরাপর সকল দীন ও মতাদর্শের উপর একে (ইসলামকে) বিজয়ী ঘোষণা দেয়া যায়। ’’[81]

এ বিজয় ছিল বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক, জ্ঞানগত এবং বর্ণনাগত। ইসলাম দলীল-প্রমাণ এবং জ্ঞানগত শক্তি ও যুক্তি দ্বারা প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন জ্ঞান ও দর্শনের উৎস। আকীদা-বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও শিষ্টাচার, ইবাদাত, লেন-দেন, বিবাহ-শাদী, রাষ্ট্রনীতি-

---

[81] আল-কুরআন, সূরা আস্ সাফ : ৯।

53

[illegible]

وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ ١٥٧ [الاعراف: ١٥٧]

‘‘এবং সে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃংখল হতে , যা তাদের উপর চেপে বসেছিল। ’’[82]

তাঁর নবুওয়ত বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন। তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগত ও বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর সমগ্র জীবন ও শিক্ষায় আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি তাঁর স্নেহ , দয়া ও প্রেম -ভালবাসা প্রকটভাবে বিদ্যমান। পূর্বেকার সকল নবী -রাসূল নিজ নিজ সম্প্রদায় নিজ নিজ এলাকা ও কালের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নবুওয়ত ছিল সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে। [83]

---

[82] আল-কুরআন, সূরা আল-আ‘রাফ : ১৫৭।

[83] এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন ,
﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا ٢٨ ﴾ [سبا: ٢٨]
‘‘আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য সুসংবাদ দাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি। ’’ আল-কুরআন, সূরা সাবা : ২৮।

55

## [redacted]

### [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

রাজপ্রাসাদের চৌদ্দটি পিলার ধসে পড়েছিল। অগ্নি উপসাকদের অগ্নিকুন্ড নিভে গিয়েছিল।[86] তিনি তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ বংশ ‘‘বনী হাশিম’’-এ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী থেকে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ‘‘আমি বনী আদমের উত্তম যুগে এবং সর্বোত্তম বংশে প্রেরিত হয়েছি।’’[87] আল্লাহ তা‘আলা ইসমাঈল আলাইহিস সালাম -এর বংশধর থেকে কিনানা গোত্রকে নির্বাচন করেন; কিনানা থেকে কুরাইশকে নির্বাচন করেন; কুরাইশ থেকে বনী হাশিম কে নির্বাচন করেন এবং বনী হাশিম থেকে আমাকে নির্বাচন করেছেন।[88] তাঁর পিতৃকুলের বংশ পরস্পরা হল: মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন আবদ্ মানাফ ইবন কুসাই ইবন কিলাব ইবন মুররাহ ইবন কা‘ব ইবন লুওয়াই ইবন গালিব ইবন ফিহর ইবন মালিক ইবন নাদর ইবন কিনানা ইবন খুযায়মা

---

[86] মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওহাব নজদী, প্রাগুক্ত, পৃ.১২।

[87] ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৫৬৬; আল-বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওয়্যাহ, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

[88] মোহাম্মদ ইবন আব্দুল ওহাব নজদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬।

57

ইবন মুদারিকা ইবন ইলিয়াছ ইবন মুদার ইবন নাদার ইবন সা‘দ ইবন আদনান।[89]

মাতৃকুলের বংশ পরস্পরা কিলাব ইবন মুররাতে গিয়ে পিতার বংশ পরস্পরার সাথে মিলিত হয়।[90]

জন্মের পর তাঁর মা তাঁর দাদা আব্দুল মোত্তালেবের কাছে পৌত্রের জন্মের সুসংবাদ দিলেন। তিনি খুব খুশি হলেন এবং সানন্দে তাঁকে কাবাগৃহে নিয়ে আল্লাহর দরবাবে নবজাতকের জন্য দু’আ করেন এবং শুকরিয়া আদায় করলেন।[91]

কোনো কোনো বর্ণনা মতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভ জন্মের সপ্তম দিবসেই ‘‘আব্দুল মোত্তালিব” তাঁর নামে আক্বীকা[92] দিয়েছিলেন এবং কুরাইশ গোত্রের সকলকে দা‘ওয়াত করেছিলেন।[93] তাঁর মায়ের স্বপ্নে আদিষ্ট নাম সম্পর্কে অবগত হয়ে

---

[89] ইবনুল কাইয়্যুম আল-জাওযিয়া, *□□□□□□ □□’□□*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

[90] তাঁর মায়ের বংশ পরিচয় হল: আমিনা বিনত্ ওয়াহাব ইবন যুহরা। (ইবন হাজার আসকালানী, ফাত্হুল বারী, (কিতাবুল মানাকিব ১৪তম খন্ড, পৃ.২২৩০)

[91] ইবন হিশাম, *□□□□□□□□□□□*, ১ম খন্ড, পৃ.১৫৯-১৬০।

[92] আক্বীকা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর সুন্নত। তৎকালীন আরব সমাজে ইহার ব্যাপক প্রচলন ছিল। নবজাতকের নামকরণ ও কেশমূন্ডণ উপলক্ষে পশু কুরবানীর নাম ‘আক্বীকা’। (*□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□*, ১ম খন্ড, ই.ফা.বা, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৮)।

58

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ‘‘[illegible]’’[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

তিনি তাঁর দাদা আব্দুল মোত্তালিবের স্নেহ পরশে লালিত পালিত হতে থাকেন। অতএব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতীম অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿ أَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيمٗا فَـَٔاوَىٰ ٦ ﴾ [الضحى: ٦]

‘‘তিনি কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি? এরপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন।’’[96]

## শৈশব কাল

**দুগ্ধপান:** মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের পর সাতদিন মাতৃদুগ্ধ পান করেন। তারপর আটদিন ছুয়াইবার[97] দুগ্ধ পান করেন। ছুয়াইবার পর খাওলা বিনতে মুনযেরসহ আরও তিনজন মহিলা তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন।[98] কিছুদিন পর

---

বাণিজ্য হতে ফেরার পথে পথিমধ্যে ইন্তেকাল করেন।

[96] আল-কুরআন, সূরা আদ্ দুহা: ৬।

[97] ছুয়াইবা ছিল আবু লাহাবের দাসী। আব্দুল্লাহর পুত্র সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার সংবাদ সে স্বীয় মালিককে জানালে আনন্দের আতিশায্যে আবু লাহাব তৎক্ষনাৎ তাকে আযাদ করে দেয়। সে সময় তার কোলের শিশুর নাম ছিল মাছরুহ। তাঁর আগে হামজা ইবন আব্দুল মোত্তালিব এবং তাঁর পরে আবু সালমা ইবন আব্দুল আহাদ মাখজুমিকেও ছুয়াইবা দুধ পান করিয়েছিলেন। (দ্র. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওহাব নজদী, *□□□□□□□□□□□*, পৃ. ১৩)।

[98] তাহের সূরাটী, *□□□□□□□□□□□*, পৃ. ৫২৮।

61

[illegible]

[illegible][99] [illegible]

[99] [illegible] *[illegible]*, [illegible]

[illegible][100] [illegible]

[100] [illegible]

দু’বছর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লালিত পালিত হন।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দৈহিক ক্রম বিকাশ অন্যান্য শিশুদের তুলনায় হৃষ্টপুষ্ট ও মোটা ছিল। এমনকি দু’বছর বয়সে তাঁকে খুব বড় দেখাত। প্রথানুযায়ী তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে আসা হল, কিন্তু হালিমা শিশুটিকে আরও কিছুদিন প্রতিপালনের আকাংখা ব্যক্ত করেন। বিবি আমেনা হালিমার আকুতি দেখে শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে পুণরায় তার নিকট ফিরিয়ে দেন।[101]

হালিমার গৃহে থাকাকালীন সময়ে তিনি স্বীয় দুধ ভাইদের সাথে খেলাধুলার উদ্দেশ্যে মাঠে যেতেন। এ সময় একদা জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আগমন করলেন এবং দেখলেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলা করছেন। তিনি তাঁকে ধরে শুইয়ে দিলেন এবং বক্ষ বিদীর্ণ করে তাঁর হৃৎপিন্ডটি বের করে আনলেন। তারপর তিনি তাঁর বক্ষ হতে একটি রক্তপিন্ড বের

---

*□□□□□□□□□□□*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৭-১৬৯)।

[101] ইবনে হিশাম, *□□□□□□□□□□□*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬২-১৬৪।

64

[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible][104] [illegible]

[illegible]

أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ ١ [الشرح: ١]

‘‘[illegible]!

[illegible]?’’[105]

[illegible][106]

---

[104] [illegible]

[105] [illegible]

[106] [illegible], *[illegible]*, [illegible]

[illegible]

[illegible][107]

[illegible][108] [illegible] [illegible]’[109] [illegible]

[107] [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] [illegible].

[108] [illegible] [illegible] [illegible

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

﴿ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغۡنَىٰ ٨ ﴾ [الضحى: ٨]

‘‘[illegible] ? [illegible]’’[112]

[illegible]-[illegible]

[illegible]

[illegible]

[112] [illegible], [illegible] : [illegible]

[illegible][113] [illegible], [illegible][114] [illegible] (illegible.) [illegible] [illegible][115]

[illegible]

[113] [illegible], *[illegible]*, [illegible], [illegible]

[114] [illegible], *[illegible]*, [illegible], [illegible]

[115] [illegible], *[illegible]*, [illegible]; [illegible], *[illegible]*, [illegible]; [illegible], *[illegible]*, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]117 [illegible]

117 [illegible]
فشب رسول الله صلى الله عليه و سلم يكلأه و يحفظه و يحوطه من أقذار الجاهلية لما يريد به من كرامة، و رسالة، حتى بلغ، إلى إن كـان أفضل قومه مـروءة و أحسـنهم خلقا و أكـرمهم حسـبا و أحسنهم حوارا و أعظمهم حلما و اصدقهم حـديثا و أعظمهم أمانة و أبعدهم من الفحش و الأخلاق الـتي دنس الرجـال تنزها و تكرما اسمه في قومه الآمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة.

[illegible]

জটিল বিষয়াদি মীমাংসার ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত কামনা করত। কুরাইশ বংশের সকল গোত্রে কাবাগৃহে হাজারে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে যে তীব্র বিতন্ডা ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আশংকা দেখা দিয়েছিল তাও তিনি যুক্তিপুর্ণ উপায়ে অত্যন্ত বিচক্ষনতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে মীমাংসা করেছিলেন।[118] এভাবে তিনি সর্বজনবিদিত ও নিরপেক্ষ একজন বিচারকের মর্যাদায় আসীন হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চরিত্র মাধুর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেন ,

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤ ﴾ [القلم: ٤]

‘‘নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।’’[119]

মূলতঃ তাঁর চরিত্র হল পবিত্র কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর গোটা জীবন কাহিনী তথা সীরাত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে , তাঁর চরিত্রে ছিল ভীতিজড়িত বিনয় ,

---

আমিন খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। (ইবন হিশাম , প্রাগুক্ত , ১ম খন্ড , পৃ . ৬২)।

[118] আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী , আর রাহীকুল মাখতুম , অনূ: খাদিজা আখতার রেজায়ী, (আল-কুরআন একাডেমী লন্ডন , ১ম সংস্করণ , ২০০৩), পৃ .৭৮।

[119] আল-কুরআন, সূরা আল্ কলম : ৪।

75

[illegible]

«كان خلقه القرآن»

‘‘[illegible]’’[120]

[illegible]

[120] [illegible], *[illegible]*, [illegible], [illegible].

[illegible] ‘‘[illegible]’’[121] [illegible] [illegible] [illegible

যদি আমাকে ডাকা হতো তবে আমি অবশ্যই উপস্থিত হতাম।[122] সুতরাং তাঁর স্বগোত্রের লোকেরা যে সকল মূর্তির উপাসনায় লিপ্ত ছিল, সেগুলোর প্রতি ছিল তাঁর ঘৃণা এবং সমস্ত বিকৃত আকীদা বিশ্বাস যা সমসাময়িক বিশ্বকে ভ্রান্তির আঁধারে নিমজ্জিত করেছিল তার প্রতি ছিল অশ্রদ্ধা।

## নবুওয়ত লাভ

সমাজের অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন, মূর্তিপূজাসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিক

---

«لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما احب أن لي به حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت».
''আব্দুল্লাহ ইবন জুদ'আনের গৃহে অনুষ্ঠিত শপথ অনুষ্ঠানে আমি আমার চাচাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছি। তার বিনিময়ে আমাকে লালবর্ণের উষ্ট্রী প্রদান করা হলেও আমি সন্তুষ্ট হব না। ইসলামী সমাজেও যদি কেউ আমাকে ইহার জন্য ডাকে তবে আমি অবশ্যই সাড়া দিব।'' (হাকেম আন্ নিশাপুরী, মুসতাদরাকে হাকেম, ২য় খন্ড, (হায়দারাবাদ: দায়েরাতুল মা'আরেফ আল ওসমানীয়া, তা.বি) পৃ.২২০; ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, মুসনাদে আহমাদ, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৯০-১৯৪)।

[122] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩৩-১৩৫; শেখ আব্দুল্লাহ, মুখতাছারু সিরাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১; মাওলানা আজিজুল হক, বোখারী শরীফ, (বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা) ৫ম খন্ড, (ঢাকা: তা.বি.), পৃ. ৮২।

78

[redacted]

[123] [redacted]

[124] [redacted]

[illegible][125] [illegible] [illegible] [illegible

চূড়ান্তরূপে পরিগ্রহ করে। পবিত্র কুরআন এ বিষয়ে ঘোষণা

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرۡبَعِينَ سَنَةً ﴾ [الاحقاف: ١٥]

‘‘অবশেষে সে যখন শক্তি সামর্থের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে।’’[129]

সুতরাং নবুয়তের ন্যায় গুরু দায়িত্ব বহন ও যথাযথভাবে পালনের এটিই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়কাল।

---

[129] আল-কুরআন, সূরা আল-আহকাফ : ১৫।

81

[illegible]

[illegible][130] [illegible]

[illegible][131] [illegible]

---

[130] [illegible]

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ٤٦ ﴾ [الاحزاب: ٤٥، ٤٦]

‘‘[illegible]’’ [illegible]

[131] [illegible] (د. [illegible]، *[illegible]*، [illegible]) [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সংস্কারের নির্দেশসহ পবিত্রতা অন্যায়-অবিচার হতে বিরত থাকা, অল্পে তুষ্ট থাকা ও যাবতীয় বাধা বিপত্তিতে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[135]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আলোচ্য আয়াত ক'টি অবতীর্ণের মাধ্যমে ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা হয়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগতভাবে এ কাজ শুরু করেন। সে সময় তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তিদের দা'ওয়াত দেওয়ার টার্গেট নির্ধারণ করেন। স্বীয় পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিকট ইসলামের সুমহান দা'ওয়াত উপস্থাপন করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ঐ সকল লোকদের দা'ওয়াত দিয়েছেন, যাদের চেহারায় সরলতা ও নমনীয়তার ছাপ রয়েছে এবং যারা তাঁকে সত্যবাদী, ন্যায়নীতিপরায়ণ ও সৎমানুষ

---

[135] আল্লাহর বাণী,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤ وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ٥ وَلَا تَمۡنُن تَسۡتَكۡثِرُ ٦ ﴾ [المدثر: ١، ٦]

''হে বস্ত্রাবৃত! উঠ এবং সতর্ক কর। তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর। স্বীয় পোশাক পরিচ্ছেদ পবিত্র করুন। অপবিত্রতা হতে দূরে থাক। অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর।'' সূরা মুদ্দাচ্ছির : ১-৭।

87

[redacted][136] [redacted] [redacted] [redacted

[redacted]

---

[redacted]

[illegible]

[illegible]

[illegible][140]
[illegible][141] [illegible]

[140] [illegible], [illegible], *[illegible]*, [illegible].

[141] [illegible], *[illegible]*, [illegible], ([illegible]: [illegible]), [illegible].

[redacted]

[142] [redacted]

ব্যক্তিত্ব আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে ইসলামের ছায়াতলে আনতে সক্ষম হন। এভাবে গোপন দা‘ওয়াতে ইসলাম গ্রহণকারী সকল মুসলিম নিজের জান মাল দীনের জন্য উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ থেকে একজন নেতার আনুগত্যের পরাকাষ্ঠার অধীনে ইসলামের সুমহান আলোকে চারদিকে বিচ্ছুরিত করে দেন। সময়, স্থান, কাল ও পরিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁরা দা‘ওয়াত দিয়েছেন। শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে দা‘ওয়াত দিলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল অত্যাধিক। মক্কায় প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর গোপন দা ‘ওয়াতের পশ্চাতে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ হলো :

মক্কার কাফেরগণ যাতে এ বিষয়ে অবগত হয়ে প্রথম থেকে দা‘ওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সুযোগ না পায়।

গোপন দা‘ওয়াতের মাধ্যমে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন একদল সাহায্যকারী লোক তৈরী অতীব প্রয়োজন ছিল। কেননা, কোন আদর্শই সমাজে বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ

93

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সার্বক্ষণিক নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

প্রকাশ্য দা ‘ওয়াত

নবুয়তের সূচনালগ্নে সুদীর্ঘ তিন বছর গোপন দা ‘ওয়াতের মাধ্যমে যখন একদল লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়ে দীপ্ত কদমে মুষ্টিবদ্ধ হাতে দা ‘ওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছিল, তখন আল্লাহ তা ’য়ালা প্রকাশ্যে এ দা ‘ওয়াত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন

﴿ فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٩٤ ﴾ [الحجر: ٩٤]

‘‘হে নবী আপনাকে যে বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিন এবং মুশরিকদের মোটেও পরোয়া করবেন না।’’[143] কুরআনের অন্যত্র আরো ঘোষিত হয়েছে

﴿ وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ ٢١٤ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]

‘‘আর আপনি নিজের ঘনিষ্ট আত্নীয়স্বজনকে (আল্লাহর) ভয় প্রদর্শন করুন।[144]

---

[143] আল-কুরআন, সূরা হিজর : ৯৪।

[144] আল-কুরআন, সূরা আশ্ -শু ’আরা : ১৪।

95

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মোত্তালিবের বংশধর , আমি তোমাদের নিকট উত্তম জিনিস নিয়ে এসেছি , আমার জ্ঞাতসারে জাতির মধ্যে কোন যুবক তা নিয়ে আনে নি। আমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিয়ে এসেছি। এতদশ্রবণে উপস্থিত শ্রোতমন্ডলী সকলে একটু নরম সুরে কথা বলতে লাগল। আবু তালেব তাঁকে সাহায্য ও হেফাজত করার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু আব্দুল মোত্তালিব (পূর্ব পুরুষদের ) ধর্ম ত্যাগের পক্ষপাতি নয়। আর আবু লাহাব বলল , চলো সে আমাদের ধবংস করে দিবে ’’।[145]

### খ. সংক্ষিপ্ত জনসভা

জনসভার মাধ্যমে সমবেত অসংখ্য মানুষের নিকট ইসলামের সুমহান আদর্শ সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা সহজ হয়। অতএব , দা ‘ওয়াতের ক্ষেত্রে জনসভার গুরুত্ব অত্যাধিক। জনসভায় প্রাঞ্জলময় ভাষার বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয় এবং মানুষের হৃদয়ে সত্য গ্রহণের সহজাত প্রবৃত্তিকে কার্যকর করা যায়। ফলে কোন কোন ভাষণ জাদুর ন্যায় প্রভাব ফেলে থাকে। প্রকাশ্যে দা ‘ওয়াতের এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ

---

[145] ড. আহমদ গালুশ, *□□□□□□□□□□*, পৃ . ৩১৫।

98

পদ্ধতিটিকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত হিম্মত ও সাহস সঞ্চার করে নতুন সম্ভাব্য সংঘাতময় পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্ত্তত করে একদিন সাফা পাহাড়ের উপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি আরবের বিশেষ রীতি অনুযায়ী কুরাইশ জনতাকে ডাক দিলেন। তৎকালীন সময়ে কোন বিপদের মূহুর্তে জনগণকে সাহায্যের জন্য একটা বিশেষ সাংকেতিক ধ্বণি দিয়ে ডাকার রেওয়াজ ছিল। আর তা হল, يا صباحاه ‘‘হে প্রভাত কালের বিপদ!’’ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে পদ্ধতি আবলম্বন করে আরবদের বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে (ওহে ফিহরের বংশধর, ওহে আদীর বংশধর!) বলে ডাক দিলেন। অতঃপর কুরাইশ গোত্র ও আবু লাহাব সহ বিরাট জনতার দল ছুটে এলো। সবাই রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে রইল কী হয়েছে জানার জন্যে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করলেন,

«أ رايتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أ كنتم مصدقي قالوا ما جرينا عليكم كذبا قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» .

‘‘আমি যদি বলি যে, ও পাহাড়ের অপর পাশে এক বিরাট শত্রু বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণের

99

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নারী-পুরুষ, রাজা-প্রজা, সকলেই তাঁর দা‘ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পবিত্র কুরআনের আলোকে বিশেষতঃ সূরা ত্বা-হা ও আল-কাসাসে বর্ণিত তাঁর দা‘ওয়াত পদ্ধতি নিম্নরূপ:

### এক. আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহবান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানান। এক আল্লাহর আহবান মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালোর ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ভাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, তাঁর সাথে কোন শরীক নেই। তিনি চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্ব বিষয়ে তিনি অধিক জ্ঞাত, তিনি সর্বময় ক্ষমতার আঁধার। তাঁর ইশারায় রাত-দিন আবর্তিত হয়। আলোকিত হয় সারা বিশ্বময়, আকাশ ও জমীনের মধ্যবর্তী সমুদয় কিছুর তিনিই স্রষ্টা।[147] তিনি এসব কিছু

---

[147] এ মর্মে পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বা-হায় এসেছে,

﴿لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَمَا تَحۡتَ ٱلثَّرَىٰ ٦ وَإِن تَجۡهَرۡ بِٱلۡقَوۡلِ فَإِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخۡفَى ٧ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ ٨﴾ [طه: ٦، ٨]

‘‘আর আসমান সমূহ ও যমীনের উপর অবস্থিত যাবতীয় বস্তুত এবং যা কিছু তার মাঝে ও মাটির নীচে

102

[illegible]

---

[illegible]

﴿ وَرَبُّكَ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخۡتَارُۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٦٨ وَرَبُّكَ يَعۡلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمۡ وَمَا يُعۡلِنُونَ ٦٩ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ لَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلۡأُولَىٰ وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَلَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٧٠ ﴾ [القصص: ٦٨، ٧٠]

‘‘[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যুগে যুগে সকল নবী -রাসূল তাদের স্বজাতিকে সর্বপ্রথম এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও শির্কের অপনোদনের প্রতিই আহবান জানিয়েছেন। নূহ , হুদ ও ছালেহ আলাইহিস সালাম সকলেই এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি নিজ নিজ সম্প্রদায়কে দা ‘ওয়াত দিয়েছেন এবং অন্যান্য ইলাহদের অস্বীকার করার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে ,

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥ ﴾ [الانبياء: ٢٥]

‘‘আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি , তাকে এ আদেশ দিয়ে প্রেরণ করেছি যে . আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।’’[151]

আল্লাহ তা ‘আলা মানুষকে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর অসংখ্য নি ’আমত প্রাপ্ত হয়। তদুপরি গর্ব -অহংকারবশতঃ আল্লাহর নির্দেশমত জীবন পরিচালনা হতে বিরত থাকে। এ জন্যে মহান আল্লাহ তাদের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে কতিপয় ইবাদত ফরয করে দিয়েছেন , যেন বান্দা

---

[151] আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া : ২৫।

106

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অতএব, ব্যক্তির নামাযসহ যাবতীয় বিধি -বিধান পালনের ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হলো আপন আপন পরিবার। এজন্যে মহান আল্লাহ তাঁকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা বাস্তবায়ন করে গেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম পরিবারের নিকট এ বিষয়ে দা 'ওয়াত উপস্থান করেছিলেন। ইমাম কুরতুবী বলেন , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেহ ফজরের নামাযের সময় আলী ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর গৃহে গমন করে ، الصلاة الصلاة বলতেন।[153]

## দুই . ভয়ভীতি প্রদর্শন

আল্লাহ তা 'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে نذير (ভীতি প্রদর্শক ) রূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বজাতিকে আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির ভয় প্রদর্শন করতেন। ভয়ভীতি মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করে। যখন মানুষ ভয়হীন হয়ে এ

---

[153] ইমাম কুরতুবী , প্রাগুক্ত , ৩য় খন্ড , পৃ . ২৫৬।

108

[illegible]

﴿ وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ ٢١٤ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]

[illegible]

তিনি মুররাহ বিন কা‘ব, আবদে শামস, আবদে মানাফ, হাশেম, বনী আব্দুল মোত্তালিবের বংশধরকে সমভাবে আহবান জানান। এমনকি স্বীয় কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কেও একই সম্বোধন করেন এবং পরকালে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রক্তের সম্পর্কের হওয়া সত্বেও কোন কাজে আসবে না মর্মে তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন।[154] ফলে একথা সহজেই অনুমেয় যে, ভয়-ভীতি প্রদর্শন দা‘ওয়াতের অন্যতম একটি মাধ্যম। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ঐ সকল ভয়-ভীতি সম্পন্ন লোকদের জন্যই উপদেশস্বরূপ। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা বলেন

﴿ طه ١ مَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ ٢ إِلَّا تَذۡكِرَةٗ لِّمَن يَخۡشَىٰ ٣ ﴾ [طه: ١، ٣]

‘‘হে আমার প্রিয় বন্ধু! আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি, কিন্তু এটা তাদেরই উপদেশের জন্য যারা ভয় করে।’’[155]

---

[154] ইমাম মুসলিম, *[illegible]*, ১ম খন্ড, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং - ৩০৩।

[155] আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা : ১-৩।

110

এ ছাড়াও এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মানব জাতির জন্য অসংখ্য সতর্কবানী উচ্চারিত হয়েছে যেন, মানবজাতি উপদেশ গ্রহণ করে এবং নিজেদের অনুভূতি জাগ্রত রাখে।[156]

### তিন. আখেরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দান

দুনিয়ার এ জীবন অত্যন্ত ক্ষনস্থায়ী। এখানে মানুষ যদি ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে যায়, তাহলে পরকালীন জীবনে এর চরম মূল্য দিতে হবে। দুনিয়ার প্রতি আসক্তি মানুষকে অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন ও যাবতীয় অবৈধ পথে পা বাড়াতে সহায়তা করে। অপরদিকে আখেরাতের চিন্তা মানুষের মাঝে আল্লাহ প্রেম, ভীতি, সৎকর্ম ইত্যাদি কাজে উৎসাহ যোগায়, পবিত্র কুরআনে পার্থিব জীবনকে খেল-তামাসার বস্তু হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তদুপরি মানুষ এর পিছনে পাগলপারা হয়ে ছুটছে; লাগামহীন জীবন যাপন করছে এবং সীমাহীন ভোগে বিভোর হয়ে পড়ছে। মুমিনের জন্য এ পার্থিব জীবন শুধুমাত্র পরীক্ষার বস্তু বৈ কিছুই নয়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে

---

[156] এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,
﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا وَصَرَّفۡنَا فِيهِ مِنَ ٱلۡوَعِيدِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ أَوۡ يُحۡدِثُ لَهُمۡ ذِكۡرٗا ١١٣﴾ [طه: ١١٣]
আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা : ১১৩।

111

[illegible]

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعۡنَا بِهِۦٓ أَزۡوَٰجٗا مِّنۡهُمۡ زَهۡرَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا لِنَفۡتِنَهُمۡ فِيهِۚ وَرِزۡقُ رَبِّكَ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰ ٢ ﴾ [طه: ١٣١]

‘‘[illegible]’’[157]

[illegible]

[157] [illegible] : [illegible]

﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيۡءٖ فَمَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتُهَاۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٦٠ ﴾ [القصص: ٦٠]

‘‘[illegible] [illegible] [illegible] [

«والله لو وضـــعوا الشـــمس عن يميـــني و القمر عن يســـاري على أن أتـــرك هـــذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه، ما تركته» .

‘‘[illegible] ! [illegible] [illegible] [illegible]

মর্মে মক্কাবাসীকে সাবধান কল্লে মহান আল্লাহ বলেন - ‘‘হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা যে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে অবাধ্য হয়েছ এবং তার (রাসূলের) সাথে বিরোধ করছো তোমাদের ন্যায় বহু জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যারা স্বীয় ভোগ-বিলাসের বস্তুতে গর্বিত ছিল এবং তারা আমার (আল্লাহ) প্রদত্ত্ব নি’আমতের প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিল। ’’[161]

## চার. মাদ’ঊদের ব্যাপারে হেদায়েত লাভের প্রত্যাশী হওয়া

দা‘ঈ যে বিষয়ে মানুষকে আহবান করেছে তার প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। দা‘ওয়াত দানের পর এটি গ্রহণীয় হওয়া বা অগ্রাহ্য হওয়ার বিষয়ে তাড়াহুড়া না করে ধীরস্থিরভাবে নিয়মিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়। এ ক্ষেত্রে হতাশা অনুভব করা যাবে না। কেননা দা‘ঈর কাজ হলো মানুষের নিকট ইসলামের সুমহান আদর্শকে পৌঁছে দেয়া আর তা মানুষের নিকট গ্রহণীয় করে তোলার দায়িত্ব হল আল্লাহর। হেদায়াতের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচা আবু তালেবের

---

[161] ইবন কাছীর, *□□□□□□□ □□□ □□□□□*, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ৪০৭।

115

[illegible]

﴿ إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ٥٦ ﴾ [القصص: ٥٦]

[illegible]

[illegible]

[illegible

[illegible]

﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ١٣٩ ﴾ [ال عمران: ١٣٩]

‘‘[illegible], [illegible], [illegible] [illegible]’’ [164]

[illegible]. [illegible]

[illegible]

[164] [illegible], [illegible] : [illegible]

প্রত্যাশা করতেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য তিনি আল্লাহর নিকট প্রর্থনা করেছিলেন। হাদীসে এসেছেঃ

«اللهم اعز الإسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل أو بعمر بن الخطاب قال و كان احبهما اليه عمر».

‘‘তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ! তুমি দু’জন প্রিয় ব্যক্তিকে ইসলামের মর্যাদা দান কর। তারা হলেন, আবু জাহল অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব। বর্ণনাকারী বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে বেশী প্রিয় ছিলেন।’’[165]

অতঃপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের ছায়াতলে আসেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই প্রকাশ্য ভাবে ইসলামের দা‘ওয়াত শুরু হয়। মুসলিমগণ প্রকাশ্যে ‘‘বায়তুল্লাহ’’ গিয়ে নামায আদায় করে।[166]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো রাগ হয়ে এবং বিরক্তবোধ করে মাদ‘উদের বদ-দু‘আ দেননি। দরদভরা মন নিয়ে, ভালবাসা দিয়ে আল্লাহর নিকট তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। ওহুদের যুদ্ধে রাসূল

---

[165] ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস নং - ৩৬১৪।

[166] আত্ তাবারী, কাসাসুল আম্বিয়া, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩২৯।

118

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দান্দান মোবারক শহীদ করা হয়। মাথায় তীরের আঘাতে তিনি আহত হন। তদুপরি তিনি তাদের জন্য কল্যাণের দু‘আ করেছিলেন,

« اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون»

‘‘হে আল্লাহ! তুমি আমার জাতিকে ক্ষমা কর, তারা বুঝতে পারেনি।’’[167]

## ছয়. বিনয় ও নম্রভাবে দা‘ওয়াত উপস্থাপন

বিনয় ও নম্রতা এমন একটি গুণ, যার মাধ্যমে অন্যের নিকট খুব সহজেই গ্রহণযোগ্য হিসেবে দা‘ঈ নিজের স্থান করে নিতে পারে। ইসলামী দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বিনয় একজন দা‘ঈর চারিত্রিক ভূষণ। বিনয়ের মাধ্যমে দা‘ঈ মানুষের নিকটবর্তী হয়ে যায়, ফলে দা‘ওয়াত উপস্থাপন সহজ হয় এবং সমাজের সকল শ্রেণীর লোক তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

﴿ فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي

---

[167] ড. রউফ শালবী, আদ-দা‘ওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ ফী আহদিল মক্কী, (জামেয়া কাতার: ১২০২হি.), পৃ. ১৭৩।

119

﴿ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩﴾ [ال عمران: ١٥٩]

‘‘[illegible]’’[168]

[illegible][169]

[168] [illegible] : [illegible]

[169] [illegible]

﴿ وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢١٥ ﴾ [الشعراء: ٢١٥]

‘‘[illegible]’’ [illegible] : [illegible]

হাদীসে এসেছে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন এ মর্মে যে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে বিনয় নম্রতার আচরণ কর, যাতে কেউ কারো উপর গর্ব ও গৌরব না করে এবং পরস্পর পরস্পরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে।[170] বিনয় ও নম্রতার প্রভাবে আরবের এক বেদুঈন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তার জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নম্র ব্যবহার লংঘিত হয়নি। এ মর্মে হাদীসে এসেছে,

‘‘এক বেদুঈন মসজিদে নববীতে এসে প্রস্রাব করতে শুরু করে। এ দেখে সহাবায়ে কেরাম তাকে ধমকাতে লাগলেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বারণ করে তাকে প্রস্রাব শেষ করার সুযোগ দিলেন। আর বালতি এনে পানি ঢেলে পরিস্কার করান। অতঃপর লোকটিকে ডেকে নরম ভাবে বলেন,

---

[170] হাদীসটি হচ্ছে,
عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله اوحي الي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد علي احد و لا يبغي أحد على أحد» (مسلم)
ইমাম মুসলিম, *□□□□□□□□□□*, ১ম খন্ড, কিতাবুল অযু, পৃ. ৩২২।

121

‘‘[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

হওয়ার পূর্বেই তিনি সকাল এবং রাত্রে দু’রাকআত করে নামায আদায় করতেন।[172] নবুওয়তের সূচনাতেও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে সাথে নিয়ে নামায আদায় করেছেন।[173] পরিবার-পরিজনদের নামাযের ব্যাপারে খুব তাগিদ দিতেন।[174]

তাঁর মক্কী জীবনের দা‘ওয়াতী কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে খুব সহজেই অনুমেয় হয় যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইবাদত ও আখলাকের গুরুত্ব না দিয়ে আকীদা ও বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শির্কমুক্ত স্বচ্ছ আকীদার প্রতি মানুষকে আহবান করেছেন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ফরয ইবাদতসহ শরীয়তের আনুষাঙ্গিক আহকাম সমূহ পালনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিভিন্ন এলাকায় প্রেরিত দা‘ঈদের এ মর্মে নির্দেশ দিতেন। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ও প্রমাণ আমরা মু‘আয ইবন জাবালের বর্ণিত হাদীসে দেখতে পাই। আব্দুল্লাহ ইবন আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম

---

[172] ইব্‌ন হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৬৯।

[173] ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

[174] ﴿وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَاۖ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقٗاۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكَۗ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلتَّقۡوَىٰ ١٣٢﴾ [طه: ١٣٢] আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা : ১৩২।

123

না। (অর্থাৎ মজলুমের দু‘আ আল্লাহ কবুল করেন)।[175]

উক্ত হাদীসে দা‘ওয়াতের বিষয়গুলোকে গুরুত্বের দিক বিবেচনায় এনে পর্যায়ক্রমিক সাজানো হয়েছে। প্রথমতঃ তাওহীদ ও আকীদা, দ্বিতীয়তঃ ইবাদাত, তৃতীয়তঃ মানুষের পারস্পারিক হক চতুর্থতঃ পারস্পারিক মু‘আমেলাত।

### আট. তাকওয়া অবলম্বনের প্রতি আহবান

তাকওয়া হল উত্তম চারিত্রিক ভূষণ, যা একজন দা‘ঈর জীবনে প্রতিফলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। তাকওয়া মানুষকে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, প্রভৃতি হতে রক্ষা করে সৎকর্ম সম্পাদনে সাহায্য করে। এ গুণে গুনান্বিত দা‘ঈর প্রভাব মাদ‘উদের উপর খুব সহজেই পড়ে। যুগে যুগে পৃথিবীতে প্রেরীত সকল নবী-রাসূল মানুষকে এ গুণের অধিকারী হওয়ার আহবান জানিয়েছেন। তাকওয়া ঢাল স্বরূপ, যা মানুষকে পাপকাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ মহাগ্রন্থ আল-

---

[175] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, কিতাবুয যাকাত, পৃ. ২৫৬।

125

[illegible]

[illegible]

[illegible]

উপায় বাতলে দেয়। ফলে, এ মহামূল্যবান গ্রন্থে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদানের পাশাপাশি ভীতিসঞ্চারমূলক অসংখ্য বিধান ও বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছেঃ

﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا وَصَرَّفۡنَا فِيهِ مِنَ ٱلۡوَعِيدِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ أَوۡ يُحۡدِثُ لَهُمۡ ذِكۡرٗا ١١٣﴾ [طه: ١١٣]

‘‘অনুরূপভাবে আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়।’’[178]

---

[178] আল কুরআন, সূরা ত্বা-হা : ১১৩।

127